যুগান্তর

বাউফলে স্কুলগুলোতে রমরমা ভর্তিবাণিজ্য

প্রতিনিধি, বাউফল (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল গুলোতে চলছে ভর্তি বাণিজ্য। কতিপয় অসাধু শিক্ষক বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ভর্তি করতে গলাকাটা ফি আদায় করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে গরিব অভিভাবকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে, বাউফলে ২৩৫টি প্রাথমিক এবং ৬১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতি বছরই ওই বিদ্যালয়গুলোতে বছরের শুরুতে ভর্তির নামে চলে অর্থ আদায়ে মোটা অংকের বাণিজ্য। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও গলাকাটা ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫শ' টাকা করে সেশনচার্জ নেয়ার কথা থাকলেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় ৮শ' থেকে ১ হাজার টাকা। আবার ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণিতে উন্নীত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় ১৩শ' থেকে ১৫শ' টাকা। এভাবে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ভর্তি করতে ক্লাস ওয়ারি টাকা বেড়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে কোন টাকা নেয়ার বিধান নেই। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে ভর্তি করতে ১শ' থেকে ২শ' টাকা নেয়া হয়। এমনকি এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উন্নীত হলে সে ক্ষেত্রেও ২শ' থেকে ৪শ' টাকা নেয়া হয়। এ সমস্ত ভর্তি ফি টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে কোন রশিদ দেয়া হয় না। নিতান্ত গরীব অভিভাবকরা উক্ত গলা টাকা ফি দিতে অসম্মতি জানালে তাদের সন্তানরা অনেক সময় শিক্ষকদের রোষানলে পড়েন। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কাছে জানতে চাইলে টাকা আদায়ের কথা অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে বাউফল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রিয়াজুল হক বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিতে কোন টাকা লাগে না। যদি কেউ নিয়ে থাকেন তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেব। এ প্রসঙ্গে উপজেলা মাধমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অলি আহাদ বলেন, সেশন ফি বাবদ ৫শ' টাকা নিতে পারবে, এর বেশি নেয়ার কোন বিধান নেই। যদি কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।